আবহাওয়া ভিত্তিক কৃষি বিষয়ক বুলেটিন
জেলা: মাদারীপুর

কৃষি আবহাওয়া তথ্য পদ্ধতি উন্নতকরণ প্রকল্প
কম্পোনেন্ট সি-বিডব্লিউসিএসআরপি
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর

তারিখ: (১৫ জুলাই, ২০২০) বুলেটিন নং ১৬৩	১৫ জুলাই হতে ১৯ জুলাই, ২০২০ পর্যন্ত কৃষি আবহাওয়া বিষয়ক বুলেটিন

গত ৪ দিনের আবহাওয়া পরিস্থিতি ১১ জুলাই হতে ১৪ জুলাই, ২০২০ তারিখ পর্যন্ত

আবহাওয়ার স্থিতিমাপ(প্যারামিটার)	১১ জুলাই	১২ জুলাই	১৩ জুলাই	১৪ জুলাই	সীমা
বৃষ্টিপাত (মি.মি)	২০.০	১৩.০	০.০	৪.০	০.০-২০.০ (৩৭.০)
সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড)	৩০.৮	৩২.৫	৩২.৫	৩২.০	৩০.৮-৩২.৫
সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড)	২৬.৮	২৫.০	২৫.৬	২৭.০	২৫.০-২৭.০
আপেক্ষিক আর্দ্রতা (শতকরা)	৮৮.০-৯৪.০	৭৭.০-৯৬.০	৭৭.০-৯৪.০	৭২.০-৯০.০	৭২-৯৬
বাতাসের গতিবেগ (কিমি/ ঘন্টা)	০.০	০.০	০.০	০.০	০.০-০.০
মেঘের পরিমান (অক্টা)	৭	৮	৭	৫	৫-৮
বাতাসের দিক	দক্ষিন /দক্ষিন-পশ্চিম	দক্ষিন /দক্ষিন-পশ্চিম	দক্ষিন /দক্ষিন-পশ্চিম	দক্ষিন /দক্ষিন-পশ্চিম	দক্ষিন /দক্ষিন-পশ্চিম

বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর হতে প্রাপ্ত আগামী ০৫ দিনের আবহাওয়া পূর্বাভাস
(১৫ জুলাই হতে ১৯ জুলাই, ২০২০) তারিখ পর্যন্ত

আবহাওয়ার স্থিতিমাপ(প্যারামিটার)	সীমা
বৃষ্টিপাত (মিমি)	০.০-১৭.৬ (৩৪.১)
সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড)	৩০.৩-৩২.৭
সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড)	২৫.৮-২৬.৬
আপেক্ষিক আর্দ্রতা (শতকরা)	৮২.০-৯১.০
বাতাসের গতিবেগ (কিমি/ ঘন্টা)	৩.৪-৪.৭
মেঘের অবস্থা	আংশিক মেঘাচ্ছন্ন
বাতাসের দিক	দক্ষিন /দক্ষিন-পশ্চিম

করোনা ভাইরাস (কভিড-১৯) সংক্রমণের জন্য বিশেষ কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ

ফসল সংগ্রহ বা ব্যবস্থাপনার সময় কমপক্ষে ১ মিটার (৩ ফুট) দূরত্ব বজায় রাখুন, মুখে মাস্ক ব্যবহার করুন এবং সাবান ও পানি দিয়ে অন্তত ২০ সেকেন্ড ধরে হাত ধৌত করুন। প্রয়োজনে এলকোহল যুক্ত হ্যান্ড স্যানিটাইজার ব্যবহার করা যেতে পারে। তাছড়া করোনা ভাইরাস সংক্রমন রোধ করার জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের দিকনির্দেশনা মেনে চলুন।

আবহাওয়া পরিস্থিতি ও কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ:

মৌসুমী বায়ুর অক্ষ রাজস্থান, উত্তর প্রদেশ, পূর্ব মধ্য প্রদেশ, বিহার, গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের মধ্যাঞ্চল হয়ে উত্তরপূর্ব দিকে আসাম পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। এর একটি বর্ধিতাংশ উত্তর বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। মৌসুমী বায়ু বাংলাদেশের উপর মোটামুটি সক্রিয় এবং উত্তর বঙ্গোপসাগরে মাঝারী অবস্থায় বিরাজ করছে।
বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী আগামী ২৪ ঘণ্টায় জেলার কিছু কিছু জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ হালকা থেকে মাঝারী ধরণের বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সেই সাথে কোথাও কোথাও মাঝারী ধরণের ভারী বর্ষণ হতে পারে। দিনের এবং রাতের তাপমাত্রা সামান্য বৃদ্ধি পেতে পারে। পরবর্তী ৭২ ঘণ্টায় বৃষ্টিপাতের প্রবণতা হ্রাস পেতে পারে।

বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের বন্যা পরিস্থিতির প্রতিবেদন (১৫ জুলাই ২০২০ তারিখের প্রতিবেদন) অনুযায়ী আগামী ২৪ ঘণ্টায় এই জেলার বন্যা পরিস্থিতির স্থিতিশীল হতে পারে।
বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের আগামী ১০ দিনের সম্ভাব্য পূর্বাভাস (১৫ জুলাই ২০২০ তারিখের পূর্বাভাস) অনুযায়ী আগামী ১০ দিন এই জেলার নিম্নাঞ্চলে বন্যা চলমান থাকতে পারে। বন্যা পূর্বাভাস সম্পকিত (১৪ জুলাই ২০২০ তারিখের পূর্বাভাস) প্রতিবেদন অনুযায়ী ২১ জুলাই এর পর পরবর্তী ০৫ দিন জেলার নিম্নাঞ্চলে বন্যা হওয়ার সম্ভাবনা থাকতে পারে ।

এই পরিস্থিতিতে নিম্নলিখিত কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ প্রদান করা হলো।

বন্যা ও ভারী বৃষ্টিপাতের জন্য বিশেষ কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ:

- বন্যাপ্রবণ এলাকার জন্য উপযোগী জাত যেমন- ব্রি ধান৫১, ব্রি ধান৫২, ব্রি ধান৭৯, বিনাধান-১১, বিনাধান-১২ প্রভৃতি এবং বন্যা-পরবর্তী নাবিতে চাষযোগ্য জাত যেমন বিআর২২, বিআর২৩, ব্রি ধান৩৪, ব্রি ধান৪৬, ব্রি ধান৫৪, বিনাশাইল, নাইজারশাইল, গাইঞ্জা, মালশিরাসহ এলাকাভিত্তিক স্থানীয় জাত চাষ করুন। চারার ব্লাস্ট রোগ দেখা দিলে প্রতি লিটার পানিতে ১ গ্রাম কার্বেন্ডাজিম মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- বীজতলা পুরোপুরি নষ্ট হয়ে গেলে স্বল্পমেয়াদী জাত চাষ করুন।
- সেচ, সার ও বালাইনাশক প্রদান এবং চারা রোপণ থেকে বিরত থাকুন।
- পরিপক্ক সবজি ও উদ্যানতাত্বিক ফসল সংগ্রহ করা থেকে বিরত থাকুন।
- সম্মিলিতভাবে আমন বীজতলা তৈরি করা যেতে পারে।
- বীজতলা তৈরির জন্য উঁচু জায়গা নির্বাচন করুন। উঁচু জায়গা পাওয়া না গেলে ভাসমান বা দাপোগ পদ্ধতিতে বীজতলা তৈরি করুন।
- জলাবদ্ধতা পরিহারের জন্য আমন বীজতলার চারপাশে নিষ্কাশন নালা তৈরি করুন।
- জমি থেকে অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশনের সুব্যবস্থা রাখুন।
- সকল খামারজাত পণ্য শুকনো ও নিরাপদ জায়গায় রাখুন।
- দণ্ডায়মান ফসলকে ভারী বৃষ্টির ক্ষতি থেকে রক্ষার জন্য জমির আইল উঁচু করে দিন।

- কলাসহ অন্যান্য ফলের ছোট গাছ ও সবজিতে খুঁটির ব্যবস্থা করুন, আখের ঝাড় বেঁধে দিন।
- গবাদি পশুর বিশেষ যত্ন নিন। উঁচু জায়গায় স্থানান্তর করুন। পরিষ্কার খাবার খেতে দিন। গবাদি পশু যেন কোন বিষাক্ত আগাছা খেয়ে না ফেলে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। রোগের লক্ষণ দেখা দিলে পশু চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।
- গোয়াল ঘরে যেন পানি জমে থাকতে না পারে সেজন্য বাইরে ও ভেতরে পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা রাখুন। মেঝে শুকনো রাখুন। পরিষ্কার পানি পান করান।
- পুকুরের চারপাশ উঁচু করে দিন। সম্ভব হলে চারপাশ জাল বা বাঁশের চাটাই দিয়ে ঘিরে দিন যেন বন্যার পানিতে মাছ ভেসে না যায়।
- বন্যার পানিতে মাছ বের হয়ে গেলে নতুন পোনা ছাড়ুন। এক্ষেত্রে পুকুরের বিঘা প্রতি ১০৮ টি রুই, ১৩৬ টি সিলভার কার্প, ১০৮ টি কাতলা, ৭০ টি গ্রাস কার্প, ১৩৬ টি মৃগেল এবং ১৩৬ টি সাধারণ কার্প ছাড়ুন।
- জরুরি খাদ্য ও অন্যান্য সামগ্রী নীচু এলাকা থেকে উঁচু এলাকায় স্থানান্তরের জন্য নৌকার ব্যবস্থা রাখুন।